ভাসমান বেডে অমৌসুমী তরমুজ চাষ

"ভাসমান বেড ও মাঁচা প্রযুক্তি (জোয়ারভাটা বিহীন মডেল)" ব্যবহার করে বারোমাসী/অমৌসুমী তরমুজ সফলভাবে চাষ করা সম্ভব।

ভাসমান বেডে বারোমাসী/অমৌসুমী তরমুজের রোপণের সময়

জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভাসমান বেডে বারোমাসী/অমৌসুমী তরমুজের চারা রোপণ করা যেতে পারে।

অমৌসুমী তরমুজের মানসম্পন্ন বীজ সংগ্রহ ও পানিতে ভিজানো

বারোমাসী/অমৌসুমী তরমুজের হাইব্রিড জাতের উচ্চ ফলনশীল ও মানসম্পন্ন বীজ সংগ্রহ করার পর তা ১০-১২ ঘন্টা পুকুর বা খালের পানি দিয়ে ভিজানোর পর পানি ছেঁকে ফেলতে হবে। পানিতে বেশী আয়রণ থাকলে তা বীজের অঙ্কুরোদগমে ব্যাঘাত ঘটায়। ভিজানো/আর্দ্র বীজ একটি কাঁচের গ্লাসে নিয়ে ভিজা কাপড় বা টোপাপানা বা নারিকেলের ছোবড়ার গুড়া দিয়ে ঢেকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে রাখতে হবে। বীজ সামান্য অঙ্কুরিত হলে তা টোপাপানার বল বা দোল্লার ভিতর ঢোকানোর উপযোগী হয়।

টোপাপানার বল বা দোল্লা তৈরি

এক মুষ্ঠি পরিমাণ টোপাপানা নিয়ে তার উপর দুলালী লতা বা হোগলার পাতা বা শ্যাওলা দিয়ে শক্তভাবে প্যাঁচিয়ে ৮-১০ সেমি ব্যাসের গোলাকার বল তৈরি করতে হবে যা স্থানীয়ভাবে দোল্লা নামে পরিচিত। চারার গোড়া পঁচা রোগ দমনের জন্য ০.২% অটোস্টিন বা প্রোভেক্স ০.৩% (ছত্রাকনাশক) দ্রবণ দিয়ে টোপাপানার বলগুলি ভিজিয়ে নিতে হবে।

ভাসমান বেডে উপযোগী টোপাপানা

ভাসমান বেডে উপযোগী দুলালী লতা

দোল্লার ভিতর অঙ্কুরিত বীজ ঢুকানো

টোপাপানার বলের উপর সুচালো কাঠি দিয়ে পাশাপাশি ২টি ছিদ্র করে প্রতিটি ছিদ্রের ভিতর সবজির একটি করে অঙ্কুরিত বীজ ঢুকাতে হবে। এক্ষেত্রে বীজের ভ্রুণমূল (Hypocotyl) অংশটি দোল্লার ভিতরের দিকে দিতে হবে। অঙ্কুরিত বীজসহ দোল্লাগুলি এক সপ্তাহ হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে যাতে চারাগুলি বলের সাথে ভালভাবে খাপ খায়। এ সময় দিনে দুইবার (সকাল ও বিকাল) চারার বলগুলি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

ভাসমান বেড তৈরির জন্য কচুরিপানা নির্বাচন

ভাসমান বেড তৈরিতে সুগঠিত শিঁকড়যুক্ত, পরিপক্ক ও লম্বা কচুরিপানা *(Eichhornia crassipes)* ব্যবহার করতে হবে। এ ধরণের কচুরিপানা ব্যবহার করলে বেডের পচন ক্রিয়া ধীরে ধীরে হয় বিধায় ভাসমান বেডের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

ভাসমান বেডের আয়তন

আদর্শ ভাসমান বেডের দৈর্ঘ্য হবে ৯.১৪ মিটার, প্রস্থ ১.৪০ মিটার এবং উচ্চতা ১.০-১.২০ মিটার (দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট, প্রস্থ ৪.৫ ফুট এবং উচ্চতা ৩.৫-৪.০ ফুট)।

ভাসমান বেড তৈরি

সাধারণত: বর্ষাকালে কচুরিপানা সহজলভ্যতা থাকে এমন জলমগ্ন এলাকায় ভাসমান বেড তৈরি করতে হয়। কচুরিপানার শিঁকড় অংশ ভাসমান বেডের কিনারায় এবং কান্ড ও পাতা বেডের ভিতরের অংশে স্তরে স্তরে আটসাট ও সুসজ্জিতভাবে কাঙ্খিত উচ্চতা পর্যন্ত সাজিয়ে ভাসমান বেড তৈরি করতে হবে। তবে বাঁশের মই আকারের কাঠামো তৈরি করে তার উপর প্লাস্টিকের নেট বিছিয়ে কচুরিপানা ১০-১২ দিন বিরতি দিয়ে দুই বারে সাজালে ভাসমান বেডের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। বাঁশের মইটি ২-৩ বছর ব্যবহার করা যায়। কচুরিপানা দিয়ে ভাসমান বেড তৈরি শেষে এর উপর ১২-১৫ সেমি টোপাপানার *(Salvinia cucullata)* স্তর দিলে ফসলকে পানির সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা যায়।

ভাসমান বেডে উচুঁ পিট তৈরি

ভাসমান বেডের উপর বারোমাসী/অমৌসুমী তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে ৬০-৭০ সেমি দূরত্বের দুই সারিতে ৮০-১০০ সেমি পর পর দুলালী লতা ও টোপাপানা দিয়ে উঁচু পিট তৈরি করতে হবে। উঁচু পিট করলে ভাসমান বেডে রোপণকৃত সবজি গাছের শিঁকড় পানির সংস্পর্শ থেকে কিছুটা দূরে রাখা যায়।

রোপন দূরত্ব

ভাসমান বেডের উপর তৈরিকৃত প্রতিটি উঁচু পিটে ৪টি করে চারা রোপন করতে হবে। রোপনকৃত চারার বয়স ৭-১০ দিন বয়স হওয়া উত্তম। এতে ভাসমান বেডে রোপনকৃত চারা ভালভাবে সেট হয়।

ভাসমান বেডের পার্শ্বে মাঁচা তৈরি

পাশাপাশি দুইটি ভাসমান বেডের মাঝে ১০-১২ ফুট (৩-৪ মিটার) প্রশস্তার মাঁচা তৈরি করতে হবে। তরমুজের চারা ভাসমান বেডে রোপন করা হলেও শাখা-প্রশাখা ভাসমান বেডের পরিবর্তে মাঁচায় বেড়ে উঠে। এতে মূল বেড ফাঁকা থাকে বিধায় লতা জাতীয় সবজির সাথে আন্ত:/মিশ্র/সাথি ফসল হিসেবে অন্যান্য ফসল চাষ করা যায়।

ভাসমান বেডে অমৌসুমী তরমুজের উপযোগী পরীক্ষা

লতা জাতীয় সবজির সাথে আন্তঃ/মিশ্র/সাথি ফসল চাষ

ভাসমান বেডে লতা জাতীয় সবজির সাথে আন্ত:/মিশ্র/সাথি ফসল হিসেবে লালশাক, ডাঁটাশাক, গীমা কলমি, ধনে পাতা ও মরিচ প্রভৃতি চাষ করা যায়।

ভাসমান বেডে তরমুজের সার ব্যবস্থাপনা

প্রতি বেডে (৩০ ফুট × ৪.৫ ফুট) ইউরিয়া ৭০ গ্রাম, ডিএপি ৯৫ গ্রাম, এমপি ২৭ গ্রাম, জিপসাম ২৫ গ্রাম ও বরিক এসিড ৫ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত সার সমান ৪ ভাগে ভাগ করে তরল আকারে দিতে হবে। প্রতি ভাগ সার ১০ লিটার পানির সাথে ভালভাবে গুলিয়ে তরমুজের চারা রোপনের ১৫ দিন পর থেকে ১০ দিন পর পর গাছের গোড়ার চারপাশে পানির ঝাঁঝরি দিয়ে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন তরলকৃত সার চুইয়ে জলাশয়ের পানিতে না মিশে।

ভাসমান বেডে ফসলের আন্ত:পরিচর্যা

চারা রোপনের পর প্রথম এক মাস প্রতিদিন সকালে পানি দিতে হবে। ভাসমান বেডের উচ্চতা কমে পানি গাছের শিকড়ের সরাসরি সংস্পর্শে আসলে বা সম্ভাবনা থাকলে বেডের উপর ৮-১০ সেমি পুরুত্বের টোপাপানার স্তর দিতে হবে। এতে গাছ জলাবদ্ধতা জনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। বড় আকারের তরমুজ পেতে হলে প্রতিটি গাছে ১-২টি ফল রাখতে হবে।

জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ তথা পানি ও মাছের গুণগতমান রক্ষার জন্য ভাসমান বেডে চাষকৃত সবজি ও মসলার ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনে রাসায়নিক বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। ভাসমান বেডে চাষকৃত তরমুজের ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় সমূহের মধ্যে থ্রিপস, মাকড় ও ফলের মাছি পোকা অন্যতম। থ্রিপস পোকার আক্রমণ হলে আঠালো নীল রংয়ের ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। আক্রমণের হার বেশি হলে জৈব বালাইনাশক এজাডিরাক্টিন (ইকোনিম/ফাইটোম্যাক্স/বায়োনিম প্লাস) অথবা ফিজিমাইট ১ মিলি/লি. অথবা স্পিনোসেড (ট্রেসার) ০.৪ মিলি/লি. অথবা বায়োট্রিন ০.৫ মিলি/লি. জৈব বালাইনাশক ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। মাকড়ের আক্রমণ হলে এবামেকটিন ১.৮ ইসি (ইকোমেক বা অন্য নামের) ১.৫ মিলি/লি. অথবা ফিজিমাইট ১ মিলি/লি. জাতীয় জৈব মাকড়নাশক স্প্রে করতে হবে।

তরমুজের রোগ-বালাই দমন

ফিউজিরিয়াম উইল্ট রোগ ও পাতা পঁচা রোগ দমনের জন্য রোগ দেখা মাত্র বায়োডার্মা (০.৩%) বা অটিস্টিন (০.২%) বা সিকিউর (০.২%) পাতা ও গাছের গোড়ায় ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

তরমুজ সংগ্রহের উপযোগী হলে দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে। একই সাথে আন্ত:/মিশ্র/সাথি ফসলও সংগ্রহ করা যাবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (বারি অংগ)

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

রহমতপুর, বরিশাল। ফোন: ০২৫-৫০৬১৬৭৫, ০১৭১২-৭৫২২৫৩, ০১৭১২-১৫৮৬১২, ০১৭১২-৩৬৯৩৯৫